দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ JUN. 18 2006
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম

মনিরামপুর মহিলা মহাবিদ্যালয় বদলে দিয়েছে এলাকায় নারী শিক্ষার চিত্র

॥ মনিরামপুর (যশোর) থেকে সংবাদদাতা ॥

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার প্রতিটি ঘরে মেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় মনিরামপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়। তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এমএম নজরুল ইসলামের উদ্যোগে এ উপজেলার নারী সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এ মহাবিদ্যালয়টি। যশোর-সাতক্ষীরা সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে মনিরামপুর পৌর শহরে মনোরম পরিবেশে এটা গড়ে উঠেছে। এ মহিলা মহাবিদ্যালয়টি দক্ষিণ অঞ্চলের উপজেলা পর্যায়ের প্রথম মহিলা মহাবিদ্যালয়। পরীক্ষার ফলাফলের দিক থেকে আজ এটি এ এলাকার নারী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর এর পিছনে যে দুই ব্যক্তির অবদান রয়েছে বেশি তারা হলেন মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আলহাজ্ব এমএম নজরুল ইসলাম ও কলেজের অধ্যক্ষ আলহাজ্ব কাজী মাহমুদুল হাসান। বর্তমানে এ মহাবিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ৭ শতাধিক শিক্ষার্থিনী অধ্যয়ন করছে। আর এদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন ৪০ জন শিক্ষক। প্রায় ৪ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে একটি ছাত্রী নিবাস। পাকা সীমানা প্রাচীর বেষ্ঠিত কলেজের ২য় তলায় আবাসিক হলে শতাধিক ছাত্রী বসবাস করে। প্রতিবছর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এ প্লাসসহ ভাল ফলাফল নিয়ে বের হচ্ছে অনেক শিক্ষার্থী। ফলাফলের দিক থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি এ অঞ্চলের শীর্ষে রয়েছে। গত বছর এ মহাবিদ্যালয় থেকে এ প্লাস পেয়েছে ১ জন। এ ছাড়া মেডিকেলসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে শত শত শিক্ষার্থী। সম্প্রতি শেষ হওয়া উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও ফলাফলের দিক থেকে শীর্ষে অবস্থান করার আশা ব্যক্ত করছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

মনিরামপুরের মোহনপুর গ্রামের এ মহিলা মহাবিদ্যালয়টি বদলে দিয়েছে এ উপজেলার নারী শিক্ষার চিত্র। এখানে বর্তমান নারী শিক্ষার হার শতকরা ৪০ ভাগ। এ কলেজটিতে অধ্যায়ন করছে দূর-দূরান্তের বহু শিক্ষার্থী। অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের হওয়ায় তাদের অনেকে কলেজ ছাত্রী নিবাসে ও লজিংয়ে থাকছে। অনেকে টিউশনি করে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করছে বলে অনুসন্ধানে জানা যায়। আর এ সুযোগে শিক্ষিত হয়ে উঠছে ওই এলাকার কোমলমতি শিশু-কিশোররা। ফলে দিন দিন বদলে যাচ্ছে ঐ উপজেলার সার্বিক চিত্র। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা গেছে উপজেলার প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি বাড়ীতে প্রায় ১/২ জন করে এ কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী রয়েছে।

মেধাবী শিক্ষার্থিনীদের বৃত্তি প্রদান

এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সমন্বয়ে গঠিত তহবিল থেকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এমনকি মেধাবী ছাত্রীদের জন্য হোস্টেলে ফ্রি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ আলহাজ্ব কাজী মাহমুদুল হাসান জানান, মনিরামপুর মহিলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ায় নিঃসন্দেহে এ উপজেলায় নারী শিক্ষার উন্নয়ন ঘটেছে।